পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য জাতীয় বাজেট বরাদ্দ:
২০২১-২২ অর্থবছরের বিশ্লেষণ এবং আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব

আবুল বারকাত
গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী
মো: অলিউল ইসলাম

HDRC Human Development Research Centre
House #5, Road # 8, Mohammadia Housing Society, Mohammadpur, Dhaka –1207, Bangladesh
Phone: (+88 02) 58150381, 58157621, 8101704, Fax: 880-2-8157620;
E-mail: info@hdrc-bd.com; Website: www.hdrc-bd.com

প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে নিম্নোক্ত সংগঠনের জন্য:

ALRD এএলআরডি
House # 1/3, Block # F, Lalmatia, Dhaka-1207, Bangladesh
Phone: (+88 02) 9114660, 9146286, Fax: 880-2-8141810;
E-mail: alrd@agni.com; Website: www.alrd.org

ঢাকা: ১৪ মে, ২০২২

পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ এবং
কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য জাতীয় বাজেট বরাদ্দ:
২০২১-২২ অর্থবছরের বিশ্লেষণ এবং আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব

আবুল বারকাত[১]
গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী[২]
মো: অলিউল ইসলাম[৩]

ঢাকা: ১৪ মে, ২০২২

[১] অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ; প্রধান উপদেষ্টা, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার এবং সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

[২] গবেষণা পরামর্শক, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)।

[৩] গবেষক, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিশ্বের যে কোনো দেশের মতই জাতীয় বাজেট বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রগতির একটি রূপরেখা হিসেবে কাজ করে। এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। কিন্তু সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক শেণিগুলোর জন্য বাজেটে যে বরাদ্দ আছে তা যথেষ্ট কিনা, এবং এই বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যয় করা হচ্ছে কিনা, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশের ক্ষুদে পারিবারিক কৃষক, গ্রামীণ নারী এবং আদিবাসী মানুষ পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী। বাজেটে এসব পশ্চাৎপদ, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ থাকলেও তা যথেষ্ট কিনা এই নিয়ে রয়েছে সংশয়। এই দেশের বিপুল মানুষ ভূমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত, যা সামাজিক বৈষম্যের অন্যতম কারণ। সামাজিক ন্যায়বিচারের দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার এই বৈষম্য কমিয়ে আনায় উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার নামে স্বতন্ত্র কোনো উপখাত নেই, যা থেকে এ-বিষয়ে রাষ্ট্রীয় অবহেলার মাত্রাটি বোঝা যায়।

উপরোক্ত প্রেক্ষিতে, প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিয়ে কর্মরত সংগঠন এএলআরডি (এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট), গবেষণা প্রতিষ্ঠান এইচডিআরসি (হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার)-কে 'পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য জাতীয় বাজেট বরাদ্দ: ২০২১-২২ অর্থবছরের বিশ্লেষণ এবং আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব' শীর্ষক গবেষণাকর্ম সম্পাদন করার দায়িত্ব প্রদান করে। এই জটিল কিন্তু জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য এইচডিআরসির ওপর আস্থা রাখায় আমরা এএলআরডির প্রতি কৃতজ্ঞ। এক্ষেত্রে এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা ও উপ-নির্বাহী পরিচালক রওশন জাহান মণিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই। গবেষণাকর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের উৎসাহ, অংশগ্রহণ ও দিকনির্দেশনা গবেষণাটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

এএলআরডি-র রফিকুল ইসলাম, মির্জা মো: আজিম হায়দার, আজমিরা জামান এবং কিশোর কুমার তঞ্চংগ্যা আঞ্চলিক পরামর্শ সভায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এজন্য তাদেরকে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য এএলআরডি কর্মীবৃন্দকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।

আঞ্চলিক পরামর্শ সভাগুলোয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তৃণমূল পর্যায়ের প্রান্তিক মানুষের অধিকার রক্ষায় তৎপর সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ ও কর্মীগণ গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেছেন; যা এই প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা।

১২ মে ২০২২ অনুষ্ঠিত জাতীয় ওয়েবিনারে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও সুপারিশের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. শফিক উজ জামান, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম- এর সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, বিশিষ্ট সাংবাদিক আবু সাঈদ খান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক সদস্য নিরূপা দেওয়ান, এএলআরডি'র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, সরকারি হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ, চট্টগ্রামের অধ্যাপক ইদ্রিস আলী, হাওর বাঁচাও আন্দোলন, সুনামগঞ্জ কেন্দ্রিয় কমিটির সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু সুফিয়ান, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, রুলফাও, রাজশাহীর নির্বাহী পরিচালক আফজাল হোসেন, রূপান্তর, খুলনার নির্বাহী পরিচালক রফিকুল ইসলাম খোকন, জেন্ডার, ইয়ুথ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক এ্যাক্টিভিস্ট ও গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের পরিচালক সারা মারান্ডী এবং কারিতাস, বরিশালের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার মংমে, দৈনিক বণিক বার্তার দেওয়ান হানিফ মাহমুদ এবং মুসা মিয়ার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

এইচডিআরসি-র নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। অত্যন্ত অল্প সময়ে গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে তারা ঐকান্তিক পরিশ্রম করেছেন। এক্ষেত্রে ওবায়দুর রহমান, আবু তালেব, সাবেদ আলি, ফয়েজ আহমেদ বিশেষ ধন্যবাদ পাওয়ার দাবীদার।

যদি এই গবেষণা কর্মটি নীতিনির্ধারকদের জাতীয় বাজেট বরাদ্দকে ক্ষুদে পারিবারিক কৃষক, গ্রামীণ নারী, আদিবাসীসহ সকল গরিব ও প্রান্তজনের অধিকার প্রতিষ্ঠার উপযোগী করে তুলতে উৎসাহিত করায় ভূমিকা রাখে, তবে আমাদের প্রচেষ্টা স্বার্থক হবে।

শুদ্ধতার কোনো সীমা নেই। আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিবেদনটি প্রণয়নে অনিচ্ছাকৃত যেসব ভুল রয়ে গেলো, তার দায় একান্তই আমাদের।

আবুল বারকাত
গাজী মোহাম্মদ সোহ্‌রাওয়ার্দী
মো: অলিউল ইসলাম

ঢাকাঃ ১৪ মে ২০২২

সূচীপত্র

নির্বাহী সারমর্ম .... **i-ix**

অধ্যায় ১: সূচনা **১**

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট ১
১.২ উদ্দেশ্য ৪
১.৩ গবেষণা পদ্ধতি ৪
১.৪ প্রতিবেদনের অধ্যায় বিন্যাস ৫

অধ্যায় ২: জাতীয় বাজেট: বরাদ্দ, ব্যয় ও পরিবীক্ষণ **৬**

২.১ চলমান জাতীয় বাজেট ২০২১-২২ .... ৬
২.২ আসন্ন জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩ .... ৭
২.৩ বাজেট বরাদ্দের ব্যয় ও পরিবীক্ষণ ৭

অধ্যায় ৩: পারিবারিক কৃষি: জাতীয় বাজেট ২০২১-২২ অর্থবছরের বিশ্লেষণ ও আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব **৯**

৩.১ সূচনা ৯
৩.২ বাংলাদেশে পারিবারিক কৃষি ৯
৩.৩ পারিবারিক কৃষির জন্য কি আছে বর্তমান (২০২১-২২ অর্থবছরের) বাজেটে? ১১
৩.৪ পারিবারিক কৃষির জন্য যা নেই বর্তমান বাজেটে, অথচ থাকা জরুরি ১৭
৩.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে পারিবারিক কৃষির জন্য বাজেট বরাদ্দ তাহলে কত? ১৮
৩.৬ আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে পারিবারিক কৃষির জন্য বাজেট বরাদ্দ কত হওয়া উচিত? ১৯
৩.৭ উপসংহারীয় মন্তব্য ১৯

অধ্যায় ৪: গ্রামীণ নারী: জাতীয় বাজেট ২০২১-২২ অর্থবছরের বিশ্লেষণ ও আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব **২০**

৪.১ সূচনা ২০
৪.২ গ্রামীণ নারী এবং তাদের প্রান্তিকতা ২০
৪.৩ গ্রামীণ নারীর জন্য কি আছে বর্তমান (২০২১-২২ অর্থবছরের) বাজেটে? ২১
৪.৪ গ্রামীণ নারীর জন্য যা নেই বর্তমান বাজেটে, অথচ থাকা জরুরি ২৫
৪.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে গ্রামীণ নারীর জন্য বাজেট বরাদ্দ তাহলে কত? ২৫
৪.৬ আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে গ্রামীণ নারীর জন্য বাজেট বরাদ্দ কত হওয়া উচিত? ২৬
৪.৭ উপসংহারীয় মন্তব্য ২৬

অধ্যায় ৫: আদিবাসী মানুষ: জাতীয় বাজেট ২০২১-২২ অর্থবছরের বিশ্লেষণ ও আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব **২৭**

৫.১ সূচনা ২৭
৫.২ আদিবাসী মানুষ: তাদের সংখ্যা বিতর্ক ও প্রান্তিকতা ২৭
৫.৩.১ সমতলের আদিবাসী মানুষের জন্য কি আছে বর্তমান (২০২১-২২ অর্থবছরের) বাজেটে? ২৯
৫.৩.২ সমতলের আদিবাসী মানুষের জন্য যা নেই বর্তমান বাজেটে, অথচ থাকা জরুরি ৩১
৫.৪.১ পার্বত্য আদিবাসী মানুষের জন্য কি আছে বর্তমান (২০২১-২২ অর্থবছরের) বাজেটে? ৩১
৫.৪.২ পার্বত্য আদিবাসী মানুষের জন্য যা নেই বর্তমান বাজেটে, অথচ যা থাকা জরুরি ৩৪
৫.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে আদিবাসীদের জন্য বাজেট বরাদ্দ তাহলে কত? ৩৫
৫.৬ আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে আদিবাসী মানুষদের জন্য বাজেট বরাদ্দ কত হওয়া উচিত? ৩৬
৫.৭ উপসংহারীয় মন্তব্য ৩৭

অধ্যায় ৬: কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার: জাতীয় বাজেট ২০২১-২২ অর্থবছরের বিশ্লেষণ ও আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব ... **৩৮**

৬.১ সূচনা: ৩৮
৬.২ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার – 'এ্যান্টি পাবলিক' পলিসি! ৩৮
৬.৩ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য কি আছে বর্তমান (২০২১-২২ অর্থবছর) বাজেটে? ৩৯
৬.৪ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য যা নেই বর্তমান বাজেটে অথচ থাকা জরুরি ৪০

৬.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য বাজেট বরাদ্দ তাহলে কত? ৪১
৬.৬ আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য বাজেট কত হওয়া উচিত? ৪২
৬.৭ উপসংহারীয় মন্তব্য ৪৩

অধ্যায় ৭: গবেষণা ফলাফলের সার-সংক্ষেপ এবং সুপারিশমালা ৪৪

৭.১ গবেষণা ফলাফলের সারসংক্ষেপ ৪৪
৭.২ সুপারিশমালা ৪৭

তথ্যসূত্র ৫১

সারণি

সারণি ১.১: ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত মোট বাজেট ও এডিপির আকার, প্রবৃদ্ধির হার; এবং ২০১২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনসংখ্যার হার ১
সারণি ১.২: আঞ্চলিক পরামর্শ সভাসমূহ ৪
সারণি ২.১: ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ (প্রস্তাবিত) ৬
সারণি ২.২: ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ি শীর্ষ দশ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ৬
সারণি ২.৩: ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের খাতওয়ারি কর্মসূচির সংখ্যা ও বাজেটীয় বরাদ্দ ৭
সারণি ৩.১: কৃষির সাথে জড়িত ৬ ধরনের খানার সংজ্ঞা ও সংখ্যা ১০
সারণি ৩.২: কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দে পারিবারিক কৃষির অংশ ১২
সারণি ৩.৩: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনে পারিবারিক কৃষির জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দ ১৬
সারণি ৩.৪: পারিবারিক কৃষির জন্য ২০২১-২২ জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন বরাদ্দ ১৯
সারণি ৪.১: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দে গ্রামীণ নারীর অংশ ২২
সারণি ৪.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ অধিদপ্তরের অধীনে নারীর জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দে গ্রামীণ নারীর অংশ ২৩
সারণি ৪.৩: বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীর জন্য ২০২১-২২ জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন বরাদ্দ ২৬
সারণি ৫.১: বিভিন্ন উৎস অনুসারে বাংলাদেশে আদিবাসীর সংখ্যা (২০১১-২০১৮) ২৮
সারণি ৫.২: বিভিন্ন উৎস অনুসারে বাংলাদেশের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর সংখ্যা ২৮
সারণি ৫.৩: বাংলাদেশের আদিবাসী দলগুলোর আঞ্চলিক বিন্যাস ২৯
সারণি ৫.৪: সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দ ৩০
সারণি ৫.৫: সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে ঘোষিত ‘সাধারণ’ বরাদ্দ ৩০
সারণি ৫.৬: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দে আদিবাসীদের অংশ ৩২
সারণি ৫.৭: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামেরআদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দ ৩৩
সারণি ৫.৮: বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ২০২১-২২ জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন বরাদ্দ ৩৬
সারণি ৬.১: ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেট বরাদ্দ ৪০
সারণি ৬.২: ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য অনুমিত বাজেট বরাদ্দ ৪১
সারণি ৬.৩: ২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য ন্যুনতম বাজেট বরাদ্দ যত হওয়া উচিত ৪২

বক্স

বক্স ৩.১: বাংলাদেশে পারিবারিক কৃষি খানার সংখ্যা - একটি প্রাথমিক হিসাব ৯

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ আঞ্চলিক পরামর্শ সভার প্রতিবেদন (সুপারিশমালাসহ)

(ক) উপকূলীয় ও পার্বত্য অঞ্চলের পরামর্শ সভার প্রতিবেদন........৫৫-৮৬

(খ) হাওর অঞ্চলের পরামর্শ সভার প্রতিবেদন........৮৭-১০৫

(গ) উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলের পরামর্শ সভার প্রতিবেদন........১০৬-১৩৩

পরিশিষ্ট ২ আঞ্চলিক পরামর্শ সভায় উপস্থাপিত আলোচনাপত্র ১৩৪-১৪৪

পরিশিষ্ট ৩ ৩টি আঞ্চলিক পরামর্শ সভার সমন্বিত সুপারিশমালা........১৪৫-১৫৫

পরিশিষ্ট ৪ জাতীয় ওয়েবিনারের প্রতিবেদন (সুপারিশমালাসহ)........১৫৬-১৭০

পরিশিষ্ট ৫ জাতীয় ওয়েবিনারের উপস্থাপনা ১৭১-১৮৭

নির্বাহী সারমর্ম

প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য এবং গবেষণা পদ্ধতি

দারিদ্র্য বিমোচন, উন্নয়ন ও জাতীয় বাজেট: বলা হয় যে নব্বই-পরবর্তী ৩ দশকে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে জাতীয় বাজেট 'মোটামুটি কার্যকর' হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। করোনা-পূর্ব বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অর্জন লক্ষনীয় এবং সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী একরৈখিক দারিদ্র্য (Unilinear Poverty) হ্রাস পেয়েছে (তবে বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সম্পর্কে সরকারি কোনো তথ্য নেই)। পাশাপাশি বাজেট, বিশেষত: উন্নয়ন বাজেট এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপির আকারও বেড়েছে। বহুমুখী-বহুরূপী দারিদ্র্য (Multiple Poverty) বিমোচনে বাজেটের পূর্ণ সম্ভাবনা ব্যবহার করা যাচ্ছে কিনা – সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানা নেই (তবে নির্মোহ গবেষণার ফলাফল আশাব্যঞ্জক নয়)। বাজেটে দরিদ্র ও প্রান্তিক শ্রেণিগুলোর জন্য যে বরাদ্দ থাকে তা যথেষ্ট কি না? বাস্তবায়নের নিরিখে বাজেট কি গরিব-প্রান্তজন-বান্ধব? নারী-বান্ধব? আদিবাসী মানুষ-বান্ধব? ক্ষুদে কৃষক-বান্ধব? কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার-বান্ধব?- স্বভাবতই এ প্রশ্নগুলো তোলা যায়।

করোনা মহামারি ও বাজেট: বিশ্বকে স্তব্ধ করে দেয়া ভাইরাস, কভিড-১৯ এর মহামারি বিস্তার ঠেকাতে লকডাউনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে বিশ্ব অর্থনীতি হুমকির মুখে পড়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, সেবা প্রতিটি খাতের প্রতিটি উপখাতে করোনাজনিত লকডাউন এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নকরনের নেতিবাচক প্রভাব দৃশ্যমান। মহামারিতে স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দরিদ্র, প্রান্তিক মানুষ। করোনা-পূর্ব দারিদ্র্যের হার দেড়গুণ থেকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে; ২০২০ সালের ১ম লকডাউনে মাত্র দুই মাসে নতুন করে দরিদ্র হয়েছিলেন ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ। প্রান্তিকতা-বঞ্চনা-বৈষম্যের নানান মাত্রার তীব্রতা বেড়েছে এই মহামারিতে। দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য 'স্বাভাবিক সময়ে' বাজেটের যে গুরুত্ব, তা করোনা প্রেক্ষিতে 'পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে' বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই জাতীয় বাজেটে দরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর 'পর্যাপ্ত' ও 'ন্যায়সঙ্গত' হিস্যা থাকে না। করোনা মহামারি উদ্ভূত নতুন বাস্তবতায় একটি আটোসাটো বাজেটে ক্ষমতাহীন, দুর্বল জনগোষ্ঠীর হিস্যা যে অপর্যাপ্ত ও অন্যায্য হবে সে আশঙ্কা রয়ে যায়। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার জন্য হয় বাজেটে বরাদ্দ হ্রাস পাবে, নয়তো কাঙ্খিত মাত্রায় উন্নীত হবে না; কারণ এই জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে দুর্বল, তাদের কণ্ঠস্বর জোরালো নয়। তাই তাদের পক্ষে নাগরিক সমাজের সোচ্চার হওয়ার দায় থেকেই যায়।

গবেষণার উদ্দেশ্য: বর্তমান গবেষণায় ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে পারিবারিক কৃষি কাজে নিয়োজিত ক্ষুদে কৃষক, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী (সমতল ও পাহাড়, উভয়ের) মানুষ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার খাতের লাইন আইটেম ও বরাদ্দ অনুসন্ধান করা হয়েছে। সমীক্ষায় খতিয়ে দেখা হয়েছে- বর্ণিত খাত চারটির লাইন আইটেমগুলোর জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমাণ কত? তা পর্যাপ্ত কিনা? পর্যাপ্ত না হলে, বর্ণিত খাতগুলোর জন্য যুক্তিসংগত বরাদ্দের পরিমাণ কতো হওয়া উচিত?

গবেষণা পদ্ধতি: গুনগত প্রকৃতির এই গবেষণা কর্মে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্য এবং মাধ্যমিক উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে মূলত: ৩টি আঞ্চলিক পর্যায়ের পরামর্শ সভা থেকে। মাধ্যমিক তথ্য ও উপাত্ত নেওয়া হয়েছে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বাজেট ডকুমেন্টস্ (মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবীসমূহ – পরিচালন ও উন্নয়ন, বিস্তারিত বাজেট – উন্নয়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি) থেকে; এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ সংগঠন, পেশাজীবি সংগঠনের প্রতিবেদন থেকে।

গবেষণার ফলাফল

চলমান (২০২১-২২) এবং আসন্ন (২০২২-২৩) জাতীয় বাজেট: ২০২১ সালের ৩ জুন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বাংলাদেশের ৫১তম জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করেন। 'জীবন-জীবিকায় প্রাধান্য দিয়ে সুদৃঢ় আগামীর পথে বাংলাদেশ' শীর্ষক এই বাজেট প্রস্তাবনায় বাজেটের আকার প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৬ লক্ষ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৭.৫%)। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপির খাতওয়ারি প্রস্তাবিত বরাদ্দ অনুযায়ি শীর্ষে রয়েছে মানবসম্পদ খাত (২৯.৪%)। মোট বরাদ্দের ২১.৭ শতাংশ নিয়ে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাত রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে। ৬২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। শীর্ষ ১০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বরাদ্দ, প্রস্তাবিত মোট বরাদ্দের ৭০.৫৫ শতাংশ। অর্থাৎ অবশিষ্ট ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুকূলে মোট বরাদ্দের ৩০ শতাংশের কম প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের অনুকূলেই মোট বরাদ্দের এক চতুর্থাংশের বেশি প্রস্তাব করা হয়েছে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী ৯ জুন, ২০২২ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন করবেন। আগামী বাজেটের আকার হতে পারে ৬ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। আসন্ন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ২ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকার হতে পারে। আগামী অর্থবছর যেসব খাতে বেশি করে ভর্তুকি ও প্রণোদনা দেয়া হতে পারে, সেগুলো হচ্ছে- বিদ্যুৎ খাত (১৮,০০০ কোটি টাকা), তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) আমদানি মূল্য পরিশোধ ও প্রণোদনা প্যাকেজের সুদ ভর্তুকি (১৭,৩০০ কোটি টাকা), খাদ্য ভর্তুকি (৬,৭৪৫ কোটি টাকা) এবং কৃষি প্রণোদনা (১৫,০০০ কোটি টাকা)।

পারিবারিক কৃষি - ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট বিশ্লেষণ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব: বাংলাদেশের কৃষিতে ক্ষুদে কৃষক আর পারিবারিক বা গার্হস্থ্য কৃষিরই প্রাধান্য; ক্ষুদে কৃষকের পাশাপাশি রয়েছে 'সংখ্যায় অল্প এবং হ্রাসমান' মাঝারি ও বড় কৃষক আর পারিবারিক কৃষির পাশাপাশি রয়েছে 'সংখ্যায় অল্প কিন্তু বর্ধমান' বাণিজ্যিক কৃষি খামার। আমাদের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে পারিবারিক কৃষির কোনো সংজ্ঞা নেই, স্বীকৃতি নেই। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংজ্ঞায় পারিবারিক কৃষিতে 'খামার ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ, শ্রম নিয়োজন এবং উৎপাদ পরিভোগে খানার প্রাধান্যকে'ই বোঝায়; এই নির্দেশকের অনেক খানিই মিলে যায় আমাদের দেশের ক্ষুদে কৃষক বা কৃষি খানার সাথে।

আমাদের হিসেবে দেড় কোটির বেশি (১,৫৩,৯১,১৩১) খানা পারিবারিক শস্য-কৃষির সাথে জড়িত। অল্প কিছু মাঝারি ও বৃহৎ কৃষি খানা পারিবারিক কৃষি চর্চায় জড়িত থাকলেও কৃষি খাতের চিরায়ত সমস্যাগুলো (যেমন- কৃষি উপকরণের উচ্চ দাম, অপ্রাপ্যতা ও নিম্ন মান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সংরক্ষণ সমস্যা, ন্যায্য মূল্য না পাওয়া প্রভৃতি) দ্বারা বৃহৎ ও মাঝারি কৃষকরা, তাদের শক্ত আর্থ-সামাজিক অবস্থানের কারণেই, তেমন একটা প্রভাবিত হয় না। উল্লেখিত সমস্যাগুলো দিয়ে মূলত: বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ক্ষুদে পারিবারিক কৃষকেরাই। করোনা মহামারি পারিবারিক কৃষি খানাগুলোর জন্য গোদের ওপর বিষ ফোড়া হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল এবং সেই প্রভাব এখনো তারা কাটিয়ে ওঠতে পারেনি।

বৃহত্তর অর্থে, ২০২১-২২ অর্থবছরে ঘোষিত কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতের উন্নয়ন (এডিপি) বরাদ্দের (প্রায় ৪৯ হাজার কোটি টাকা, এডিপি'র ২১.৭%) পুরোটাই পারিবারিক কৃষিকে প্রভাবিত করার কথা। আরো সুনির্দিষ্ট করলে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেটও সামগ্রিকভাবে পারিবারিক কৃষির উন্নয়নেই পরিচালিত হওয়ার কথা। চলমান বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত বরাদ্দ ২,৯৫৯ কোটি টাকা, যা ঘোষিত এডিপি'র মাত্র ১.৩ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত বাজেটের আওতায় ১২২টি প্রকল্প রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৪টি প্রকল্প রয়েছে, যা পূর্ণাঙ্গভাবে পারিবারিক কৃষির (মূলত: শস্য কৃষির) উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত ২ হাজার ৯৫৯ কোটি টাকায় পারিবারিক শস্য-কৃষির হিস্যা ১ হাজার ৮৩৬ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ৬২%)।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাইরে আরো ৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ অধিদপ্তরের অধীনে ৮টি প্রকল্প বা কর্মসূচি রয়েছে যেগুলো পারিবারিক কৃষির (মূলতঃ শস্য কৃষির) উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। উল্লেখিত প্রকল্পগুলোর ৪৫৭ কোটি টাকার বরাদ্দে পারিবারিক শস্য-কৃষির হিস্যা ২৫৪ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ৫৬%)। দরিদ্র, প্রান্তিক ক্ষুদে পারিবারিক কৃষকদের জীবন-জীবিকার উন্নয়নে 'সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ' খাতের বরাদ্দের ভূমিকা রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের মাথাপিছু 'সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ'

খাতের বরাদ্দ (১৬ হাজার ১৮৩ টাকা) অনুযায়ী, ৬০ শতাংশ দরিদ্র ও প্রান্তিক পারিবারিক শস্য-কৃষকের হিস্যা ৬০ হাজার ৬৭২ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ৫৬%)।

যেহেতু পারিবারিক কৃষির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই, সেহেতু বাজেটে পারিবারিক কৃষির লাইন আইটেমে কোনো বরাদ্দ নেই। বাজেটে নেই অথচ পারিবারিক কৃষির উন্নয়নের জন্য জরুরি, এমন কিছু গুরূত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে: ঠিক সময়ে পর্যাপ্ত কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি; স্বল্প সুদে অথবা বিনা সুদে সুলভে কৃষি ঋণ; ফসলের ন্যায্য মূল্যের নিশ্চয়তা; ফসলহানির ক্ষতিপূরণ, কৃষিবীমা প্রভৃতি। আমাদের হিসেবে ২০২১-২২ অর্থবছরে পারিবারিক কৃষির জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রায় ৬২ হাজার ৭৬৩ কোটি টাকা (অর্থাৎ মাথাপিছু ৯,৯৬২ টাকা মাত্র)। সম্ভাব্য 'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি' বা এডিপির আকার দুই লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা এবং দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬.৮ কোটি ধরে ২০২২-২৩ সালের মাথাপিছু জাতীয় গড় 'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র বরাদ্দ - ১৪,৮৮০.৯৫ টাকা; দারিদ্র্য ও প্রান্তিকতা বিবেচনায় পারিবারিক কৃষির জন্য এই গড় বরাদ্দ হওয়া উচিত ২৯,৭৬১.৯ টাকা (জাতীয় গড়ের দ্বিগুণ); প্রায় ৬.৩ কোটি পারিবারিক শস্য-কৃষি খানার সদস্যদের জন্য 'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী'র মোট বরাদ্দ হওয়া উচিত **অন্ততঃ ১,৮৭,৪৯৯.৯৭ কোটি টাকা** (যা প্রস্তাব-অপেক্ষমান মোট উন্নয়ন বরাদ্দের ৭৫%)।

গ্রামীণ নারী: জাতীয় বাজেট ২০২১-২২ অর্থবছরের বিশ্লেষণ ও আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী; এদের বেশির ভাগই গ্রামে বসবাস করে। গ্রামীণ নারীর বৃহদাংশই দরিদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন। গৃহস্থালীর পাশাপাশি গ্রামীণ নারীদের অধিকাংশ, অন্ততঃ ৭০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি কাজের সাথে যুক্ত। কৃষিতে নারীরা যে পরিমাণ শ্রম দেন তার ৪৫.৬ শতাংশের ক্ষেত্রে নারীরা কোনো পারিশ্রমিক পান না। আর বাকি ৫৪.৪ শতাংশের ক্ষেত্রে তাঁরা যে পারিশ্রমিক পান, তা বাজারমূল্যের চেয়ে কম। একই বৈষম্য অকৃষি খাতেও বিদ্যমান। পুরুষের তুলনায় নারীরা দীর্ঘ সময় কাজে নিয়োজিত থাকার পরও তাঁরা মজুরী বৈষম্যের শিকার।

কর্মক্ষেত্রে, ঘরে-বাইরে নারীদের বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। করোনা মহামারি প্রতিরোধে গৃহীত লকডাউনসহ অন্যান্য পদক্ষেপ নারীর এ প্রতিকূল অবস্থাকে আরো বেশি বাড়িয়ে তুলেছিল। বিশেষত, গ্রামীণ নারী, যারা দিন মজুর হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করেন, তাদের জীবন স্থবির হয়ে গিয়েছিল। লকডাউনে দেশের যুবকদের প্রতি ৬ জনে ১ জন কর্মহীন হয়ে পড়েছিল; নিম্ন মজুরি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে 'ভুগতে থাকা' যুব নারী কর্মীরাই মহামারিতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেসময় গ্রামের ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তারা মহাবিপাকে পড়েছিল। তারা সাধারণত ব্যক্তিগত বা পরিবারের সঞ্চয়, ধারদেনা বা এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা করে থাকেন এবং এসব নারীদের উপার্জিত আয়েই মূলত তাদের পরিবারের জীবিকা চলে। দীর্ঘ লকডাউন তাদের এসব আয়ের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ থাকার কারণে উৎপাদিত সবজি পরিবহনে সমস্যা হয়েছে; পোল্ট্রি ব্যবসায়ও এর প্রভাব মারাত্নকভাবে পড়েছে। অন্যদিকে, করোনা সংকটকালীন সময়ে গ্রামীণ নারীদের পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও গর্ভবতী নারীদের মাতৃত্বকালীন সেবা পেতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। এমনিতেই, গ্রামাঞ্চলে নারীরা বিভিন্ন পারিবারিক নির্যাতন সহ্য করে থাকে; মহামারিতে তাদের প্রতি নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে গিয়েছিল। গ্রামীণ নারীর ওপর মহামারির কালো ছায়া এখনো রয়ে গেছে।

গ্রামীণ নারীরা সাধারনতঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নারী উন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রকল্পের সুবিধাভোগী হন। এছাড়া 'সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ' খাতের বরাদ্দে দরিদ্র ও প্রান্তিক গ্রামীণ নারীর হিস্যা থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত উন্নয়ন বাজেট হচ্ছে ৮৫৭.৪৬ কোটি টাকা। চলমান অর্থবছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৪৭টি প্রকল্পে নতুন করে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৩৯টি প্রকল্পের ঘোষিত বরাদ্দে গ্রামীণ নারীর জন্য প্রযোজ্য অংশ (আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ) রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৬টি প্রকল্পের ('ছিটমহলের নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রশিক্ষণ', 'উপকূলীয় অঞ্চলের নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রশিক্ষণ', 'সুনামগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র ও দুঃস্থ নারীদের জীবনমান উন্নয়ন', 'বায়োফ্লেক প্রযুক্তিতে মৎস্য চাষ, উন্নত জাতের গাভী পালন প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের নারীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়ন', 'হাওরের নারীদের জীবনমান উন্নয়ন প্রশিক্ষণ' এবং 'গ্রামীণ নারীদের দেশি মুরগী পালনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বীকরণে প্রশিক্ষণ') ঘোষিত বরাদ্দে গ্রামীণ নারীর পূর্ণাঙ্গ হিস্যা রয়েছে; অবশিষ্ট ৩৩টি প্রকল্পের বরাদ্দে গ্রামীণ নারীর পাশাপশি শহুরে নারীর হিস্যা রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত ৮৫৭ কোটি টাকায় গ্রামীণ নারীর হিস্যা ১১৩ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ১৩%)।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাইরে আরো ১১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের অধীনে ২২টি প্রকল্পের ঘোষিত বরাদ্দে গ্রামীণ নারীর হিস্যা রয়েছে। এর মধ্যে কোনো প্রকল্পই সম্পূর্ণ গ্রামীণ নারী-কেন্দ্রিক নয়; প্রতিটি প্রকল্পের বরাদ্দে গ্রামীণ নারীর পাশাপশি শহুরে নারীর হিস্যা রয়েছে। উল্লেখিত প্রকল্পগুলোর ৪,৪৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দে গ্রামীণ নারীর হিস্যা ১,৩৫৭ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ৩০%)। এই ২২টি প্রকল্পে গ্রামীণ নারীর জন্য অনুমিত বরাদ্দ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৩১টি প্রকল্পের বরাদ্দের চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গ্রামীণ নারীর বাজেট বরাদ্দের প্রধান অংশ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটে নেই, রয়েছে অন্যত্র।

২০২১-২২ অর্থবছরে মাথাপিছু 'সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ' খাতের বরাদ্দ (১৬,১৮৩ টাকা) অনুযায়ী, ৬০ শতাংশ অতি দরিদ্র ও প্রান্তিক গ্রামীণ নারীর হিস্যা ৫১ হাজার ৭৮৪ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ৪৮%)।

যেসব বিষয় গ্রামীণ নারীর কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য বর্তমান বাজেটে থাকা জরুরি, কিন্তু 'মিসিং', সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো: গ্রামীণ নারীর জন্য সুনির্দিষ্ট উল্লেখপূর্বক প্রকল্প; নারীকে কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বাজেটীয় পদক্ষেপ; করোনার কারণে কর্মহারা গ্রামীণ নারীর এবং শহর থেকে অভিবাসিত নারীর (মূলত: গার্মেন্টস, বিউটি পার্লার প্রভৃতি থেকে কর্মচ্যূত) কর্মসংস্থানের জন্য লক্ষ্যনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ প্রভৃতি।

আমাদের হিসেবে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫ কোটি ৩২ লক্ষ গ্রামীণ নারীর জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রায় ৫৩ হাজার ২৫৪ কোটি টাকা (অর্থাৎ মাথাপিছু ১০,০১০ টাকা মাত্র)। ২০২২-২৩ সালের সম্ভাব্য জাতীয় গড় 'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র বরাদ্দ - ১৪,৮৮০.৯৫ টাকা; ঐতিহাসিক শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ নারীর জন্য এই গড় বরাদ্দ হওয়া উচিত ২৯,৭৬১.৯ টাকা; এবং তাদের জন্য মোট উন্নয়ন বরাদ্দ হওয়া উচিত **অন্তত: ১,৬০,৭১৪.২৬ কোটি টাকা (**যা প্রস্তাব-অপেক্ষমান মোট উন্নয়ন বরাদ্দের ৬৪%)।

আদিবাসী মানুষ: জাতীয় বাজেট ২০২১-২২ অর্থবছরের বিশ্লেষণ ও আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবনা

দেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ঠিক কতো তা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক আছে; অর্ধযুগের ব্যবধানে সমতলে আদিবাসীর সংখ্যা ৯ লক্ষ থেকে ৪০ লক্ষ বলা হয়েছে। এ বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি পরিসংখ্যানের বিরাট ব্যবধান বিচলিত করার মতো; স্পষ্টতই সরকার সংখ্যাটি কম করে দেখাতে চায়। বাংলাদেশে আদিবাসীদের সংখ্যা নিয়ে যেমন বিতর্ক আছে, তেমনই বিতর্ক আছে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী গোষ্ঠীর সংখ্যা কতো তা নিয়েও। এ বিতর্ক নিরসনের একটি সূযোগ তৈরি হয়েছে আসন্ন আদমশুমারিতে।

সমতলের আদিবাসীদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো তাদের উন্নয়ন বরাদ্দ প্রদান ও বাস্তবায়নের জন্য পৃথক কোন মন্ত্রণালয় নেই। সমতলের আদিবাসীদের জন্য, পাহাড়ের আদিবাসীদের মতো, কোনো ভূমি কমিশন নেই। আদিবাসীদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আলাদা বরাদ্দ নেই। উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষায় বৃত্তিসহ আদিবাসী নারী ও তরুণদের আত্ন-কর্মসংস্থানের জন্য আলাদা কোনো বরাদ্দ নেই।

অবহেলিত সমতলের ২০ লক্ষ আদিবাসী মানুষের উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ বলতে প্রধানত যা বুঝায়, তা হল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে বাস্তবায়নাধীন বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত) শীর্ষক কর্মসূচি, যাতে এ বছর বরাদ্দ রয়েছে ১০০ কোটি টাকা। আরো ৪টি মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা অধিদপ্তরের ৬টি কর্মসূচিতে সমতলের আদিবাসীদের জন্য আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ বরাদ্দ রয়েছে। এই ৭ প্রকল্প নিয়ে সমতলের আদিবাসী মানুষের জন্য বর্তমান অর্থবছরে উন্নয়ন বরাদ্দ ২০২ কোটি টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ (৭৯৬.৩৩ কোটি টাকা) আগের অর্থবছরের (২০২০-২১) সংশোধিত বাজেট (৮২৪.৩২ কোটি) থেকে ৩.৪ শতাংশ কম। এই অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ২৩টি খাত বা প্রকল্পে উন্নয়ন বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা' খাতে (২৫৫ কোটি টাকা); এরপর রয়েছে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা' (৯০ কোটি টাকা) এবং 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান (১ম সংশোধিত) প্রকল্প' (৯০ কোটি টাকা)। ২৩টি খাত বা প্রকল্পের কোনোটিই

সম্পূর্ণভাবে পার্বত্য আদিবাসীদের লক্ষ্য করে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। উল্লেখিত প্রকল্পগুলোর মোট বরাদ্দে আদিবাসী মানুষের হিস্যা ৪১৪ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ৫২%)।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ছাড়াও আরো ১০ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের জন্য মোট ১৫ টি প্রকল্প/কর্মসূচিতে, ২০২১-২২ অর্থবছরে, বরাদ্দ ঘোষিত হয়েছে যেখানে স্বাভাবিকভাবেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর হিস্যা রয়েছে। তবে এই প্রকল্পগুলোর কোনোটিই সম্পূর্ণভাবে পার্বত্য আদিবাসীদের লক্ষ্য করে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। উল্লেখিত প্রকল্পগুলোর ৬২৮ কোটি টাকা বরাদ্দে আদিবাসী মানুষের হিস্যা ৩২৬ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ৫২%)।

২০২১-২২ অর্থবছরের মাথাপিছু 'সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ' খাতের বরাদ্দ (১৬,১৮৩ টাকা) অনুযায়ী, ৮০ শতাংশ দরিদ্র ও প্রান্তিক আদিবাসী মানুষের হিস্যা ৩ হাজার ৮৮৪ কোটি টাকা (মোট বরাদ্দের ৩.৬%)।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ শুধু পাহাড়ের আদিবাসীদের জন্যই রাখা হয় নি, পাহাড়ে বসবাসরত বাঙালি এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উন্নতিকল্পেও রাখা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল সমস্যা সমাধানে যেখানে অর্থ বেশি প্রয়োজন সেখানে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই; পার্বত্য চুক্তির ২ যুগ অতিবাহিত হলেও এ চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে সরকারের বারবার অঙ্গীকার সত্ত্বেও পর্যাপ্ত বরাদ্দ জাতীয় বাজেটে রাখা হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন ২০০১-এর যথাযথ বাস্তবায়ন ও এ আইনের ফলে গঠিত ভূমি কমিশনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই। চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হলেও এটি শক্তিশালীকরণে কার্যকর বরাদ্দ বাজেটে রাখা হয় না। জুম্ম শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য টাস্কফোর্স গঠিত হলেও এই প্রতিষ্ঠানের জন্য ও পুনর্বাসন বাবদ আর্থিক বরাদ্দ নেই।

আমাদের হিসেবে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩০ লক্ষ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রায় ৪ হাজার ৬৯৪ কোটি টাকা (অর্থাৎ মাথাপিছু ১৫,৬৪৭ টাকা)। ঐতিহাসিক বঞ্চনা, বৈষম্য, প্রান্তিকতা বিবেচনায় আদিবাসী মানুষদের জন্য আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাথাপিছু উন্নয়ন বরাদ্দ হওয়া উচিত ৪৪,৬৪২.৮৫ টাকা (জাতীয় গড়ের ৩ গুণ); এবং তাদের জন্য মোট উন্নয়ন বরাদ্দ হওয়া উচিত **১৩,৩৯২.৮৬ কোটি টাকা** (যা প্রস্তাব-অপেক্ষমান উন্নয়ন বরাদ্দের ৫.৪%)।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার: জাতীয় বাজেট ২০২১-২২ অর্থবছরের বিশ্লেষণ ও আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার সম্মিলিত বা পৃথক কোনো ভাবেই আমাদের নীতিনির্ধারকদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তার প্রতিফলন দেখা যায় বাজেট বক্তৃতা থেকে শুরু করে বাজেট ডকুমেন্টগুলোতে। আজকের বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার একটি কার্যকর অথচ অবহেলিত গণ নীতি। ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণ দেখে প্রতীয়মান হয় যে এটি সরকারের সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের একটি, অথচ যেকোন উন্নয়নের জন্য ভূমি অপরিহার্য এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন স্বচ্ছ ও সহজ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভূমি সংস্কার হল ক্ষুদ্রার্থের কৃষি সংস্কারের অনুষঙ্গ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে ১৯৭০ এর শুরুর দিকে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার অপরিহার্য উন্নয়ন কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতো। ১৯৭২ সালে আজকের ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রথম নামকরণ করা হয়েছিল 'ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়'। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে পরিকল্পিতভাবেই হত্যা করা হয়, যার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসহ গণমুখী-বহুমুখী কৃষকের যৌথ উদ্যোগের সমবায় ধারণা নিশ্চিহ্ন করা। আশির দশকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের নামের সাথে 'ভূমি সংস্কার' শব্দ যুগল ছিল। ১৯৮৭ সালের ১ মার্চ 'ভূমি সংস্কার' ঝেড়ে ফেলে মন্ত্রণালয় বর্তমান নাম ধারণ করে। নামের এ বিলুপ্তির মর্মার্থ হল – উন্নয়নের নীতি-কৌশল হিসেবেই ভূমি সংস্কারকে চির নির্বাসনে দ্বীপান্তরিত করা। নব্বইয়ের দশকের নব্য উদারবাদী নীতি কাঠামো/মতাদর্শে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার বিষয়টি 'এ্যান্টি পাবলিক' পলিসিতে রুপান্তরিত হয়। এ অবস্থায় যেসব মুক্তবাজারের বাজারী অর্থনীতিবিদ আর সামাজিক বিজ্ঞানী এতদিন উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের অনস্বীকার্যতা স্বীকার করতেন, তারা ভোল পাল্টে বলা শুরু করলেন - "পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে এখন কৃষি ও কৃষক ভাবনা অবান্তর", "সময়ের দাম আছে - এসব নিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই". "ব্যবসা করো – মুক্ত বাণিজ্য", "উন্মুক্ত করো – উদার হও", "বাজার খুলে দাও", "ব্যক্তি খাত আর মুক্ত বাণিজ্য – সব রোগের মহৌষধ"। তারা বলা শুরু করলেন, Hands

Not Land. কিন্তু কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার জরুরি – যেমনি বৈষম্য হ্রাসসহ গণমানুষের জীবন সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য, তেমনি পশ্চাৎমুখী আর্থ-সামাজিক প্রবণতা থেকে বেরিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে।

ভূমি সংস্কারের জন্য নীতিগত ও প্রশাসনিক উদ্যোগ যেমন দরকার, তেমনি প্রয়োজন বাজেটারি পদক্ষেপ। অথচ 'ভূমি সংস্কার'-নামে কোন উপখাত/লাইন আইটেম প্রচলিত বাজেটে নেই। ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছিল সরকার গঠন করতে পারলে 'ভূমি সংস্কার কমিশন' গঠন করা হবে, আর ২০১৪ সালে ইশতেহারে ওয়াদা করা হয়েছিলো বিজ্ঞানভিত্তিক ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতি গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এই দুই প্রতিশ্রুতির কোনোটাই পূরণ হয়নি। খাস জমি জলার বন্টন নিয়ে কোনো ঘোষণা নেই বাজেটে। ভূমি ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত করতে ভূমি সম্পর্কিত তথ্য এবং সেবা কম্পিউটার ভিত্তিক এবং ডিজিটাল করা জরুরি। সরকার ইতিমধ্যে ভূমি সম্পর্কিত কিছু কিছু সেবা ডিজিটাল করার চেষ্টা করছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল ও গতি খুবই মন্থর।

আমাদের হিসেবে ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য অনুমিত বাজেট বরাদ্দ ২,৪৪৫.৪৮ কোটি টাকা।

নং	খাত	কোটি টাকা
১.	কৃষি (ভূমি এবং জলা সংস্কার বাদে) সংস্কারের জন্য অনুমিত বাজেট বরাদ্দ	২৯৫.৯০
২.	ভূমি সংস্কারের জন্য অনুমিত বাজেট বরাদ্দ	১,৪৬২.৪৯
৩.	জলা সংস্কারের জন্য অনুমিত বাজেট বরাদ্দ	৬৮৭.০৯
	মোট	২,৪৪৫.৪৮

আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য ন্যুনতম বরাদ্দ হওয়া উচিত ১৬,০০০ কোটি টাকা।

৭.২ সুপারিশমালা

আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে বিবেচনা করার জন্য ৩টি আঞ্চলিক পরামর্শসভা এবং জাতীয় ওয়েবিনার থেকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের কাছ থেকে ২৫২টি সুপারিশ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ৩ ও ৪)। এর মধ্য থেকে নির্বাচিত ৪৭টি সুপারিশ নিচে তুলে ধরা হল।

ক. পারিবারিক কৃষির জন্য সুপারিশমালা

১. পারিবারিক কৃষিকে স্বীকৃতি দিয়ে, সেই স্বীকৃতির বাস্তবায়নে যথাযথ বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।
২. বাজেটে পারিবারিক কৃষির সাথে জড়িত প্রান্তিক কৃষক এবং বর্গাচাষীদের জীবন ও জীবিকার সুরক্ষার জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে।
৩. প্রান্তিক কৃষক যাতে সঠিকভাবে কৃষি উপকরণ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. ক্ষুদে, প্রান্তিক চাষীদের স্বল্প সুদে অথবা বিনা সুদে কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
৫. করোনাকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারগুলোকে সরাসরি নগদ অর্থ সহায়তা করার জন্য বরাদ্দ রাখা জরুরী।
৬. যে কোন দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি হলে কৃষককে দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
৭. কৃষকদের জন্য শস্য বীমা সহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য কৃষিবীমা চালু করতে হবে।
৮. কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে; প্রকৃত কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ফসল ক্রয় করতে হবে; করোনা সঙ্কটের কথা মাথায় রেখে সরকারি শস্য ক্রয়ের পরিমাণ অন্তত: ৩ গুণ করা উচিত; এক্ষেত্রে সরকারি গুদামের সর্বোচ্চ ব্যবহারের পাশাপাশি বেসরকারি গুদাম ভাড়ায় নিতে হবে।
৯. প্রায় ৬.৩ কোটি পারিবারিক শস্য-কৃষি খানার সদস্যদের জন্য আসন্ন 'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র মোট বরাদ্দ হওয়া উচিত প্রায় **১,৮৭,৪৯৯.৯৭ কোটি টাকা** (যা প্রস্তাব-অপেক্ষমান মোট উন্নয়ন বরাদ্দের ৭৫%)।

খ. গ্রামীণ নারীর জন্য সুপারিশমালা

১. যেসব প্রান্তিক গ্রামীণ ভূমিহীন, খামারি, কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র অ-কৃষি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত নারী কভিড-১৯ সঙ্কটের শিকার হয়ে দুরবস্থায় রয়েছে, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে আগামী বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে।
২. নারী কৃষকদের তালিকা প্রণয়ন ও স্বীকৃতি এবং তাদের জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।
৩. কৃষিক্ষেত্রে গৃহীত প্রকল্পগুলোয় নারীর জন্য সুনির্দিষ্ট কোটা রাখতে হবে।
৪. গ্রামীণ নারী কৃষক যাতে তার খামার এবং খামার বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের জন্য দ্রুত এবং ঝামেলা-মুক্ত ভাবে ঋণ পেতে পারে তার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
৫. বাজার ও বিপণন ব্যবস্থায় নারীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে। নারী কৃষক ও নারী কৃষি শ্রমিকদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিপণনের জন্য জয়িতা নামের বিপণন কেন্দ্রের মত প্রকল্প নিতে হবে ।
৬. বাজেটে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের জন্য ভ্যাট ও ট্যাক্স মওকুফ করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ভ্যাট ও নবায়ন ফিস কমাতে হবে।
৭. সকল নারী কৃষকের জন্য কৃষি বীমা এবং সকল প্রান্তিক গ্রামীণ নারীর জন্য স্বাস্থ্য বীমার বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।
৮. গ্রামীণ নারীর মজুরি পুরুষদের সমান করতে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে।
৯. ২০২২-২৩ সালের অর্থবছরের বাজেটে ৫.৪ কোটি গ্রামীণ নারীর জন্য মোট উন্নয়ন বরাদ্দ হওয়া উচিত প্রায় **১,৬০,৭১৪.২৬ কোটি টাকা** (যা প্রস্তাব-অপেক্ষমান মোট উন্নয়ন বরাদ্দের ৬৪%)।

গ. আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য 'সাধারণ' সুপারিশমালা

১. আদিবাসীদের সঠিক পরিসংখ্যান নাই। আসন্ন আদম শুমারিতে আদিবাসীদের জাতিভিত্তিক সঠিক গণনা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।
২. 'আদিবাসী জনগোষ্ঠী'র জন্য বাজেটে সংশ্লিষ্ট সকল খাত-উপখাত ভিত্তিক লাইন আইটেমসহ বরাদ্দ দেখাতে হবে; এবং তা 'পার্বত্য' ও 'সমতল' এর আদিবাসীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেখাতে হবে।
৩. জাল দলিলে বেদখল হয়ে যাওয়া জমিগুলো আদিবাসীরা যাতে ফেরত পায় সেজন্য সরকারিভাবে আইনী সহায়তা দিতে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
৪. আদিবাসী শিশুদের নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
৫. যেসব জেলায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে, সেসব জেলায় অন্তত: একটি করে আদিবাসী সাংস্কৃতিক একাডেমী স্থাপন করা প্রয়োজন।
৬. করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনার বরাদ্দ বাজেটে রাখতে হবে।
৭. আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য মোট উন্নয়ন বরাদ্দ হওয়া উচিত **১৩,৩৯২.৮৬ কোটি টাকা কোটি টাকা** (যা প্রস্তাব-অপেক্ষমান মোট উন্নয়ন বরাদ্দের ৫.৪%)।

গ.১ সমতলের আদিবাসীদের জন্য 'বিশেষ' সুপারিশমালা

১. আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় গঠনের উদ্যোগ নিতে হবে এবং বাজেটে তার জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে।
২. আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন এবং এর জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা জরুরি।
৩. আদিবাসীদের কারিগরি শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।
৪. হাওর এবং সমতলের অন্যান্য এলাকায় আদিবাসীদের বে-দখল হয়ে যাওয়া জমি পুনরুদ্ধারে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।

গ.২ পার্বত্য আদিবাসীদের জন্য 'বিশেষ' সুপারিশমালা

১. পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ৩ ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করতে হবে: (১) আদিবাসীদের জন্য, (২) বাঙালিদের জন্য এবং (৩) উভয়ের জন্য;

২. পার্বত্য শান্তি চুক্তির দুই যুগ পূর্তিও প্রেক্ষিতে বিশেষ বাজেটীয় বরাদ্দ দিয়ে চুক্তির পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে; 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন এবং সম্পর্কিত' এই ধরনের কোনো লাইন আইটেমে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার রক্ষায় মধ্যমেয়াদে আগামী ৫ অর্থবছরে (২০২২-২৩ থেকে ২০২৬-২৭) কমপক্ষে ২,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখতে হবে, যার মধ্যে –

২.১ পার্বত্য জেলা পরিষদের জন্য (বার্ষিক ১০০ কোটি টাকা * ৩ পার্বত্য জেলা * ৫ বছর) = ১,৫০০ কোটি টাকা

২.২ আঞ্চলিক পরিষদের জন্য (বার্ষিক ১০০ কোটি টাকা * ৫ বছর) = ৫০০ কোটি টাকা

২.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের জন্য (বার্ষিক ১০০ কোটি টাকা * ৫ বছর) = ৫০০ কোটি টাকা

আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য এক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখতে হবে; যার মধ্যে –

২.১ তিন (৩) পার্বত্য জেলা পরিষদের জন্য ৩০০ কোটি টাকা

২.২ আঞ্চলিক পরিষদের জন্য ১০০ কোটি টাকা

২.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের জন্য ১০০ কোটি টাকা

৩. জুম্ম শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য টাস্কফোর্স ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ রাখতে হবে।

৪. প্রকৃত জুমচাষীদের তালিকা তৈরি করতে হবে। কর্মহীন সময়ে জুম চাষীদের আর্থিক সহায়তা ও ঋণ সহায়তা দেওয়া এবং রেশন ব্যবস্থা চালু করা, এজন্য বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।

ঘ. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার সম্পর্কিত সুপারিশমালা

১. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ করতে হবে; 'ভূমি সংস্কার' সংশ্লিষ্ট সকল বৃহৎ বর্গের খাত-উপখাতকে বাজেটে ভিন্ন লাইন আইটেম হিসেবে বরাদ্দসহ দেখাতে হবে।

২. ভূমি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলী তদারকি করতে মনিটরিং সেল গঠন এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করতে হবে;

৩. খাসজমিতে ভূমিহীনদের মালিকানার অধিকার নিশ্চিতকরণে এবং অবৈধ দখল বন্ধে ও উদ্ধারের জন্য 'খাসজমি উদ্ধার, বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনা আইন' প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে বাজেটে পৃথক বরাদ্দ থাকতে হবে।

৪. পার্বত্য অঞ্চলের যে সব সেটেলার বাঙ্গালী স্বেচ্ছায় সমতলে পুনর্বাসিত হতে চায়, তাদের পুনর্বাসনের জন্য বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।

৫. আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য ন্যূনতম বাজেট বরাদ্দ হওয়া উচিত ১৬,০০০ কোটি টাকা।

    দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষি ও জলাজীবী খানার মধ্যে খাসজমি ও জলা বিতরণ, ৩,০০০ কোটি টাকা;
    দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য সুদবিহীন/ স্বল্প সুদের স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান, ৩,০০০ কোটি টাকা;
    হাওর অঞ্চলের প্রকৃতি-বান্ধব উন্নয়ন, ১,০০০ কোটি টাকা;
    কৃষকদের কৃষি পণ্যের ন্যায্য বাজার মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরন, ৭,০০০ কোটি টাকা;
    ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য বীমা, ১,০০০ কোটি টাকা;
    সেটেলার বাঙালিদের সমতলে পুনর্বাসন, ১,০০০ কোটি টাকা।

৬. অন্যান্য সুপারিশমালা

স্বাস্থ্য

১. স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগ নিয়ে খাতটিকে ঢেলে সাজাতে হবে।

শিক্ষা

১. করোনাকালীন দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠতে শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ যৌক্তিক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।

হাওরাঞ্চলের প্রকৃতি-বান্ধব উন্নয়ন

১. প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জলমহাল ইজারা নিতে লীজের টাকার পরিমাণ কমাতে হবে।
২. হঠাৎ-বন্যায় ফসলের ক্ষতি দূরীকরণে নদীখননে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দিতে হবে।

সামাজিক সুরক্ষা

পারিবারিক কৃষিতে নিয়োজিত মানুষ, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষসহ দেশের সকল দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের জন্য সাধারণ বিবেচনার বিষয় হবে:

১. সার্বজনীন পেনশন,
২. সার্বজনীন রেশনিং,
৩. স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা,
৪.সর্বোত্তম শিক্ষা-প্রশিক্ষণ সুবিধা।

বাজেট বরাদ্দ পরিবীক্ষণ ও জন-অংশগ্রহণ

১. বাজেটের লাইন আইটেম নির্ধারণ, বরাদ্দ প্রদান, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সক্রিয় (pro-active) জন-সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরনে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সংস্কার এবং তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।